কালের কণ্ঠ

11 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জিপিএ ৫ পাওয়া মুন্সীগঞ্জের আনন্দ বিশ্বাস সিরাজদিখান বাজারে লেবু বিক্রি করছে।

ছবি : কালের কণ্ঠ

জিপিএ ৫ পেয়েছে লেবু বিক্রেতা আনন্দ

ভর্তি হতে চায় ভালো কলেজে

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ তাজপুর গ্রামের শেফালী রানী বিশ্বাস ও বেনু বিশ্বাস দম্পতির চার সন্তানই লেখাপড়া করে। ভিটেমাটি ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো সম্পত্তি নেই। সিরাজদিখান বাজারে সবজি-ফল বিক্রির আয় থেকে কোনোমতে চলে সংসার। এ ব্যবসায় বেনু বিশ্বাসের সঙ্গে আছে দ্বিতীয় সন্তান আনন্দ বিশ্বাসও।

ব্যবসায় রাত-দিন শ্রম দিতে হয়। কিন্তু এত প্রতিকূলতার পরও স্থানীয় রাজদিয়া অভয় পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে আনন্দ। এতে পরিবারটিতে নতুন উদ্যম এসেছে। আনন্দ ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে, বুক বেঁধেছে এ আশায়।

গতকাল শুক্রবার মেধাবী ছাত্র আনন্দ বিশ্বাসের বাড়িতে গেলে তার মা-বাবা জানান, ছেলে জিপিএ ৫ পাওয়ায় তাঁদের শ্রম ও কষ্ট স্বার্থক হয়েছে। দিনমজুরি করে, জীবনের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে হলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাবেন শেফালী-বেনু দম্পতি। এখন তাঁদের আশা, আনন্দ ভালো কলেজে ভর্তি হবে। কিন্তু আশঙ্কাও করেন, আর্থিক অবস্থার কারণে হয়তো তা সম্ভব হবে না! বড় ছেলে প্রেমানন্দ বিশ্বাস ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছেন সম্প্রতি। মেয়ে রিতা বিশ্বাস সপ্তম শ্রেণিতে ও ছোট ছেলে গোপাল বিশ্বাস ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

আনন্দ বিশ্বাস বলে, 'কলেজে ভর্তি হতে হবে। কিছু টাকার জন্য বাবার পাশে ফুটপাতে আরেকটি দোকান নিয়ে লেবু বিক্রি করছি। এখন চাই ভালো কলেজে ভর্তি হতে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব মানব কল্যাণের জন্য।'